51

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

জগন্নাথ হলে পুলিশের তাণ্ডব

বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রীর বইমেলা উদ্বোধন কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে উদ্বোধনের আগের দিন সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্যাতনের মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করে বসল। প্রথমদিন জগন্নাথ হলের ভিতরে ঢুকে পুলিশ এবং সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা পুলিশ নিরীহ সাধারণ ছাত্রদের ওপর এমন নারকীয় নির্যাতনের তাণ্ডব চালায় যে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন সরকারের আমলে তা কল্পনা করাও মুশকিল। এ সরকারের আমলে সার কেলেঙ্কারির সময় এবং দিনাজপুরে কিশোরী ইয়াসমিনকে পুলিশের পালাক্রমে ধর্ষণ করে মেরে ফেলার বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদের সময় যে রকম পুলিশী তাণ্ডব চালানো হয়েছিল, এ-ঘটনা হয়ত তার সঙ্গে তুলনীয়। আন্দোলনরত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অবশ্য বলেছে, এ নির্যাতন '৭১ সালের বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রথম দিনের পুলিশী তাণ্ডবের প্রতিবাদে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো বইমেলা উদ্বোধনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়-রমনা এলাকায় হরতালের ডাক দেয়। এদিনও পুলিশ তাদের ওপর অকথ্য হামলা চালায়। হলের ভিতরে ঢুকে ভয়াবহ পুলিশী নির্যাতন চালানোর প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ও হাউসটিউটরগণ একযোগে প্রতিবাদ জানান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে। সমস্ত ঘটনা দ্রুত ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়। হলের প্রভোস্ট, হাউস টিউটরদের একযোগে পদত্যাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজসহ গোটা দেশের প্রতিবাদমুখর অবস্থা বয়ে আনে নতুন এক অশনি সঙ্কেত। '৯০-এ এরশাদের স্বৈরশাসন উৎখাতের ও তার আগে বিভিন্ন সময় স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বটি সূচিত হতে দেখা গেছে অনেকটা এইভাবেই। ছাত্ররা আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই রাজনীতি-সচেতন। মহান একুশের গণতান্ত্রিক চেতনার পথ ধরে বাংলা একাডেমীতে যে ঐতিহ্যবাহী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, সচেতন ও সংগ্রামী ছাত্র সমাজ সরকারের অগণতান্ত্রিক পথে চলার প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর সে বইমেলা উদ্বোধনকে প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে আগেই শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার সুযোগ ছিল। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে পথে গেলেন না। সরকারী ছাত্র সংগঠন দিয়ে পাল্টা প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করে এবং সাধারণ নিরীহ ছাত্রদের ওপর সরকারের পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ আর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতা চালিয়ে প্রধানমন্ত্রী হাজার হাজার পুলিশ-বিডিআরের পাহারায় বইমেলা উদ্বোধন করে গেলেন। যেটা ছিল মাত্র ছাত্রদের কালো পতাকা স্থাপন ও প্রদর্শন, বিক্ষোভ ও মিছিলের শান্তিপূর্ণ কার্যক্রম, তাকেই অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়ভাবে দমন করা হলো। কাঁদানে গ্যাস ছাত্রী আবাস শামসুন্নাহার হলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। গ্যাসের ঝাঁঝে অনেকেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ছাত্রীদের অকথ্য ভাষায় পুলিশ গালিগালাজও করে। বেলা ১টা থেকে তিনটা পর্যন্ত বাংলা একাডেমী, টিএসসি, শামসুন্নাহার হল ও জগন্নাথ হলের উত্তর গেটসহ গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়। এ ঘটনায় বিপুলসংখ্যক ছাত্র আহত ও গ্রেফতার হয়। বেলা আড়াইটার দিকে পুলিশ জগন্নাথ হলের ভিতরে ঢুকে প্রতিটি কক্ষে ঘুমন্ত ছাত্রদের পর্যন্ত লাঠি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে এবং কাউকে কাউকে মুখে গামছা বেঁধে পিটায়, বুট দিয়ে লাথি মারে ও অশ্রাব্য গালিগালাজ করে এবং টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে আটক করে। একুশের বইমেলা উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে অবাঞ্ছিত এই ঘটনা ঘটিয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে যেন সুপরিকল্পিতভাবেই চরম নাজুক একটা অবস্থার দিকে ঠেলে নেয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তাছাড়া জগন্নাথ হলকে পুলিশী তাণ্ডব চালানোর মূল কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেয়ার পিছনেও হয়ত বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিই কাজ করেছে।

আমরা মনে করি, দেশবাসী কোন অবস্থাতেই সন্ত্রাস ও সংঘাতের পথে বিরাজমান রাজনৈতিক সঙ্কটের কোন রকম সমাধান চায় না। অথচ দেখা যাচ্ছে, সরকারের ভিতরের বিশেষ একটি মহল যে কোন উপলক্ষ বা ছুতানাতায় পরিস্থিতিকে শুধু উত্তপ্ত আর চূড়ান্তভাবে সংঘাতময় করে তুলতে চাইছে। এ ব্যাপারে দেশের রাজনৈতিক মহলসহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রকৃত গণতন্ত্রমনা সকল মহলকে আমরা অত্যন্ত সজাগ ও যে কোন উস্কানির মুখে ধৈর্য ও সহনশীল এবং সংযত থাকার আহ্বান জানাই। অন্যদিকে, একুশের ঐতিহ্যবাহী বইমেলা শুরুর প্রথম দিনটিকেই যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে কলঙ্কিত করা হলো, তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাই। তবে ঐ অবাঞ্ছিত ঘটনার এখানেই যেন পরিসমাপ্তি ঘটে। বইমেলা যেন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে। একই সঙ্গে সরকারের প্রতি-আমরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অধিকতর অবনতি ঘটতে না দিয়ে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ও সমঝোতার মাধ্যমে দেশে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণেরও আহ্বান জানাই। সেই সঙ্গে আমরা জগন্নাথ হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্বরতার নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠান, দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান, গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তিদান, আহত ছাত্রদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও ক্ষতিপূরণ দান এবং এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে তার নিশ্চয়তা প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি। সারা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা জিইয়ে রাখা হলে বইমেলাসহ অমর একুশের অনুষ্ঠানমালা ব্যাহত, বিঘ্নিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকেই যাবে। কোনক্রমেই দেশবাসীর তা কাম্য হতে পারে না।